কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

# এনসিটিবির সহায়তায়ই মানহীন বিদেশি কাগজ

শরীফুল আলম সুমন ▷

সরকার আমদানি নিরুৎসাহ করলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আমদানিকে উৎসাহিত করছে। দেশি বেশ কিছু কাগজের মিল মানসম্মত কাগজ উৎপাদন করলেও তাদের কাছ থেকে কাগজ না কিনে আমদানি করা নিম্নমানের কাগজ কিনছে এনসিটিবি। এতে বিপাকে পড়েছেন দেশীয় উৎপাদনকারীরা। এবারও আমদানি করা আর্ট কার্ড পেপার কেনার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছে এনসিটিবি।

মাধ্যমিক স্তরের এক কোটি ২৭ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য প্রায় ১৮ কোটি বই ছাপার কাগজ কিনতে গতকাল মঙ্গলবার দরপত্র উন্মুক্ত করেছে এনসিটিবি। এই দরপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ২৩ হাজার ৭০০ টন কাগজ কেনা হবে। এর মধ্যে ২১ হাজার ৫০০ টন হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার এবং দুই হাজার ২০০ টন আর্ট কার্ড পেপার।

এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার এবার ২২টি লটে এবং আর্ট কার্ড পেপার তিনটি লটে সরবরাহ করবে কাজ পাওয়া কাগজকলগুলো। তবে গতকাল দরপত্র উন্মুক্ত করার পর দেখা গেছে, হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার সরবরাহের জন্য দরপত্রে অংশ নেওয়া এমন একটি কম্পানি সর্বনিম্ন দরদাতার তালিকায় আছে যারা একেবারেই নতুন। আগে এ ধরনের কাগজ সরবরাহের কোনো অভিজ্ঞতা তাদের নেই। আর আর্ট কার্ড পেপার সরবরাহের জন্য এমন একটি কম্পানি সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছে, যারা এই কাগজ উৎপাদনই করে না। অথচ সর্বনিম্ন দরদাতার চেয়ে মাত্র ২২০ টাকা বেশি দর দিয়েছে একটি দেশীয় কাগজকল, যারা দেশেই এই আর্ট কার্ড পেপার উৎপাদন করে।

এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এনসিটিবি উৎপাদনকারীর চেয়ে আমদানিকারককেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অথচ আর্ট কার্ড পেপারের জন্য যে কম্পানি সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছে তারা বৈধভাবে কাগজ আমদানি করলে কোনোভাবেই এই দরে কাগজ সরবরাহ করতে পারবে না। এর পরও যদি এনসিটিবি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকেই আর্ট কার্ড পেপার সরবরাহের আদেশ দেয় তাহলে তাদের অবশ্যই নিম্নমানের কাগজ দিতে হবে। আর সরকারি রাজস্বও ফাঁকি দিতে হবে।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি তোফায়েল খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের দেশে যারা আর্ট কার্ড পেপার উৎপাদন করছে তাদের কাজ না দিয়ে আমদানিকারককে কাজ দেওয়াটা কোনোমতেই ঠিক হবে না। কারণ আমদানিকারকরা কোনোমতেই তাদের মান ঠিক রাখতে পারে না। তারা স্যাম্পল ভালো দিলেও পরে নিম্নমানের কাগজ সরাবরাহ করবে। তাই টাকা সামান্য বেশি হলেও উৎপাদকারীদের কাছ থেকে কাগজ কেনা উচিত। এতে এনসিটিবিরও সঠিকভাবে মান যাচাই করার সুযোগ থাকবে। আর যেসব কাগজকল একেবারেই নতুন তাদের কাছ থেকেও কাগজ কেনা ঠিক না। কারণ তাদের পক্ষে শিডিউল অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ কষ্টকর হয়ে পড়বে।'

জানা যায়, প্রতিবছর বিনা মূল্যে বিতরণের বই মুদ্রণ করতে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টন কাগজ লাগে। এর মধ্যে শুধু মাধ্যমিকের বই ছাপার জন্য কাগজ কিনে দেয় এনসিটিবি। আর প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক, দাখিল, ভোকেশনালসহ অন্যান্য স্তরের বইয়ের জন্য মুদ্রণকারীরাই কাগজ কিনে বই সরবরাহ করে। গত বছরও এনসিটিবি প্রতি টন হোয়াইট প্রিন্টিং পেপার কিনেছে ৭৬ হাজার থেকে ৭৯ হাজার টাকার মধ্যে। অথচ এ বছর এর চেয়েও মানসম্মত কাগজের দর জমা পড়েছে ৬৩ হাজার থেকে ৬৬ হাজার টাকার মধ্যে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, এত দিন প্রতি টন ৭৯ হাজার টাকা পর্যন্ত দরে কাগজ কিনলেও বাস্তবে এসব বেশির ভাগ কাগজের সর্বোচ্চ দাম টনপ্রতি ৬০ হাজার টাকা। এত দিন কম দামের কাগজ বাড়তি দর দেখিয়ে এনসিটিবিকে সরবরাহ করায় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অবৈধ মুনাফা হতো বছরে ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকা। ওই বাড়তি টাকা যেত এনসিটিবি কর্মকর্তা ও কতিপয় মুদ্রণকারীর পকেটে। বেশির ভাগ কাগজই ছিল নিম্নমানের, মূলত নিউজপ্রিন্ট। রিসাইক্লিং কাগজের পাল্প দিয়ে তা তৈরি করা হয়। আর যাদের মান নিয়ন্ত্রণ করার কথা তাদেরও বাস্তবসম্মত কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ফলে আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে তারা নিম্নমানের কাগজকেই বৈধতা দিয়েছে।

জানা যায়, পাঠ্যপুস্তকের মান রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সি অবৈধ আর্থিক সুবিধা নিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের মুদ্রণ, বাঁধাই ও কাগজে ছাপা পাঠ্যপুস্তকেরও সনদ দিয়ে থাকে। অনেক মুদ্রণপ্রতিষ্ঠান সময়ক্ষেপণ করে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে, যখন মান পরীক্ষার সুযোগ থাকে না। আর দেশের বাইরের মুদ্রণ ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশপ্রাপ্ত হয়ে নিজেরা কাগজ কিনে নিজের দেশে বই ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেয়। এনসিটিবির কর্মকর্তারা একবার দেশের বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনে যান। দেশের বাইরে ছাপানো এসব বই যথাযথভাবে পারিদর্শন সম্ভব না হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের মান রক্ষা হয় না।

নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যবই শেষ

**এবারও আমদানি করা আর্ট কার্ড পেপার কেনার চেষ্টা, বিপাকে দেশীয় কাগজ মিলগুলো**

এনসিটিবি কাগজ কেনার ক্ষেত্রে সরকারের ক্রয় নীতিমালাও মানে না। জানা যায়, লেখা ও ছাপার কাগজের জন্য বিএসটিআই থেকে সিএম লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স ৩৭ (১৯৮৫) এবং বিএসটিআই (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০০৩ অনুযায়ী সিএম লাইসেন্স ছাড়া কাগজ-পণ্যের বিক্রয়, বিতরণ ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু এত দিন বিএসটিআইয়ের সনদবিহীন মিল থেকেই কাগজ কিনেছে এনসিটিবি। এতে সরকারও বড় অঙ্কের রাজস্ব হারিয়েছে। সরকারি ক্রয় নীতিমালায় মানসম্মত পণ্য কেনার বিধান থাকলেও তা মানছে না এনসিটিবি। তারা দরপত্রে কাগজের মিলগুলোর সিএম লাইসেন্স থাকার বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করে না। এতে নিম্নমানের কাগজে ছাপা বই পৌঁছায় শিক্ষার্থীদের হাতে।

এসব বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ীই আমরা দরপত্র আহ্বান করি। আর একই কাগজ তিন-চার দফা পরীক্ষা করা হয়। এতে আমাদের নিজস্ব লোক ছাড়া বাইরের কম্পানিও মান যাচাই করে। ফলে মানহীন কাগজে বই ছাপার সুযোগ খুবই কম।'